ব্রি ধান৮৯

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৮৯ এর কৌলিক সারি BR(Bio)9786-BC2-59-1-2। প্রথমে ২০০৮ সালে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের জীবপ্রযুক্তি বিভাগে ব্রি ধান২৯ এর সাথে বন্য ধান *Oryza rufipogon* (IRGC103404) এর সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে দুই বার ব্যাকক্রসিং করার পর পেডিগ্রি পদ্ধতিতে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচন করে এই সারিটি উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে নির্বাচিত কৌলিক সারিটি পর পর ৩ বৎসর ফলন পরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তী বোরো ২০১৬-১৭ মৌসুমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকের মাঠে পরীক্ষা করা হয়। কৌলিক সারিটির জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন কম এবং ফলন বেশী হওয়ায় প্রস্তাবিত জাত হিসেবে নির্বাচিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক বোরো ২০১৭-১৮ মৌসুমে ব্রি ধান২৯ এর সাথে কৃষকের মাঠে প্রস্তাবিত জাতের ফলন পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের জন্য ব্রি ধান২৯ এর একটি পরিপূরক জাত হিসাবে চুড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। সারিটি বোরো মৌসুমে কৃষকের মাঠে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে ব্রি ধান৮৯ জাত হিসাবে ছাড় করন করা হয়।

ব্রি ধান৮৯

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৬ সেঃ মিঃ।
- এ জাতের কান্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া ।
- ধানের ছড়া লম্বা এবং পাকার সময় কান্ড ও পাতা সবুজ থাকে।
- এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৪.৪ গ্রাম।
- এ ধানের অ্যামাইলোজ ২৮.৫%।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ঃ ব্রি ধান৮৯ এর জীবনকাল ব্রি ধান২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন কম এবং ফলন বেশী। ফলন বেশী ও জীবনকাল কম হওয়ায় যেসব এলাকায় ব্রি ধান ২৯ চাষাবাদ হয় সেখানে সহজেই ব্রি ধান ৮৯ চাষ করা যাবে।

জীবনকাল ঃ এ জাতের জীবন কাল ১৫৪-১৫৮ দিন।

ফলন ঃ প্রতি হেক্টরে গড়ে ৮.০ টন উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে প্রতি ৯.৭ টন/হেক্টর পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি বোরো মৌসুমে সেচ নির্ভর চাষাবাদ এলাকার জন্য উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী বোরো ধানের মতই।

১. বীজ তলায় বীজ বপন ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হলো ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭ কার্তিক থেকে ১ অগ্রহায়ন।

২. চারা বয়স ও রোপন দূরত্ব: এ ধান ৪০-৪৫ দিনের চারা ২০ সেমি×২০ সেমি ব্যবধানে রোপন করতে হবে।

৩. চারা রোপন: ১৫ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই জানুয়ারি (৩০ পৌষ) ।

৪. চারার সংখ্যাঃ প্রতি গোছায় ২-৩টি করে।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৫-৪০	১২-১৪	১৫-২০	১২-১৫	১-১.৬

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও দুই তৃতীয়াংশ এমওপি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫-২০ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৮-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪৫-দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী এক তৃতীয়াংশ এমওপি দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।

৬. আগাছা দমন: রোপণের পর ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।

৮. রোগ বালাই দমন: ব্রি ধান৮৯ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিৎ। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৯. ফসল পাকা ও কাটা: ১৮ এপ্রিল- ৩০ মে (৫ বৈশাখ -২০ বৈশাখ) ধান কাটার উপযুক্ত সময়।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্যঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১। ই-মেইলঃ **dr@brri.gov.bd**